গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-২

বিষয়ঃ 'বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিএসসি)'র দ্বিতীয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি: জনাব মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, ICBA-AR প্রকল্প
সভার তারিখ: ২৭ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।
সভার সময়: সকাল ১০:০০ ঘটিকা ।
স্থান: সভাকক্ষ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি: পরিশিষ্ট-'ক'।

স্বাগতঃ

সভার শুরুতে জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভাপতি জনাব মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের স্বাগত জানান। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা প্রকল্প ডকুমেন্ট অনুসারে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর আয়োজনের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রথম সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা

জাতীয় প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের সম্মতিক্রমে প্রকল্প ব্যবস্থাপক ড. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক প্রথম পিআইসি সভার কার্য বিবরণী ও সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে অগ্রগতিসমূহ উপস্থাপন করেন:

১ম পিআইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও তার অগ্রগতি নিম্নরূপ:

সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
১. প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিএমইউ)'র সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রকল্পের মৎস্য ও কৃষি অঙ্গের ২০১৭ সালের কর্মপরিকল্পনা দ্রুত চূড়ান্তকরণ।	প্রকল্পের মৎস্য ও কৃষি অঙ্গের কর্মপরিকল্পনা যথাসময়ে চূড়ান্ত করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
২. স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনাক্রমে পিএমইউ মনপুরা উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণের নিমিত্ত বেরিবাঁধ সংস্কারের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করবে। বেরিবাঁধ সংস্কারের জন্য ভান্ডারিয়া উপজেলায় কোন সুযোগ আছে কিনা পিএমইউ তা অনুসন্ধান করবে।	মাঠ পরিদর্শন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ স্থানীয় অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনাক্রমে জলাবদ্ধতাদূরীকরণে চরফ্যাশন ও মনপুরা উপজেলায় বেরিবাঁধে ২০টি স্লুইসগেট সংস্কার ও মনপুরায় একটি খাল পূণঃখননের জন্য সনাক্ত করা হয়েছে। ভান্ডারিয়া উপজেলায় উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন উপযোগী কোন স্থান পাওয়া যায়নি।
৩. থ্রি-এফ মডেলের জন্য মাটি কাটার খরচ প্রতি ঘনফুট ২ টাকা নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করা হয়। এছাড়া বাজেটের স্বল্পতার কারণে থ্রি-এফ মডেলের ডিচের দৈর্ঘ্য ৬৮.২২ মিটারের স্থলে ৭৬.০০ মিটার ও ডাইকের প্রস্থ ১.৫ মিটারের স্থলে ৩ মিটার করা যেতে পারে। তবে থ্রি-এফ মডেলের বিষয়ে পিএসসি সভায় আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	প্রকল্পের প্রথম পিএসসি সভায় সিবিএসিসি প্রকল্পের আওতায় থ্রি-এফ মডেলের মাটি কাটার খরচ অনুসারে এই প্রকল্পের জন্য প্রতি ঘনফুট মাটি কাটার খরচ ফিজিক্যাল প্রটেকশনসহ ১.৮০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। মডেলের গুণগত মান বজায় রাখার নিমিত্ত আপাতত ডিজাইনে কোন পরিবর্তন না অনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪. বিএফআরআই-এর সাথে আলোচনা করে বন বিভাগ পূনঃবনায়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে। বিএফআরআই অঙ্গের জন্য কোন বাজেট বরাদ্দ না থাকায় বনায়ন বিষয়ক কিছু গবেষণার জন্য	বিএফআরআই-এর সাথে আলোচনা করে বন বিভাগ উপকূলীয় পূনঃবনায়নের জন্য প্রতি হেক্টরে ৮০০ ম্যানগ্রোভ চারা রোপণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রকল্প দলিল ও টিপিপিতে উল্লিখিত খাতের বাইরে

সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
বিএফআরআইকে কোন অর্থ বরাদ্দ দেয়া যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য পিএমইউকে পরামর্শ দেয়া হয়।	অর্থ খরচের কোনো সুযোগ না থাকায় বিএফআরআই-কে গবেষণা খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ প্রদান সম্ভব হয়নি।
৫. পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলাকে প্রকল্পের কর্ম এলাকা হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হলো। কাউখালী ও তজুমদ্দিন উপজেলায় পরবর্তী বছর (২০১৮) থেকে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে পিএসসি সভায় আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	প্রকল্পে দলিলে উল্লেখ থাকায় এবং ইনসেপশন কর্মশালা ও পিআইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী পিএসসি সভায় ভান্ডারিয়া উপজেলাকে প্রকল্পের কর্ম এলাকা হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৬. নোয়াখালী জেলা থেকে এর অর্ন্তভূক্ত প্রকল্প কর্ম এলাকা হাতিয়া উপজেলা অনেক দুরে অবস্থিত। অন্যদিকে নোয়াখালী জেলায় সিডিএর সার্বক্ষণিক উপস্থিতির তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকায় সংশ্লিষ্ট সিডিএকে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা পর্যায়ে সিডিএদের উল্লেখযোগ্য তেমন কোন কার্যক্রম না থাকায় সকল সিডিএকে উপজেলা পর্যায়ে স্থানান্তরের বিষয়টি অত্র সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
৭. প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প দলিলে উপজেলা পর্যায়ে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বলিত একটি খসড়া গঠনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য পিএসসি'র প্রথম সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির খসড়া গঠনতন্ত্রটি পিএসসি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং মতামতের ভিত্তিতে তা চূড়ান্ত করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৮/১২/২০১৭ইং তারিখে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের জন্য একটি সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি হয়। প্রজ্ঞাপন অনুসারে প্রতিটি উপজেলায় ইতোমধ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
৮. জলবায়ুজনিত বিপন্নতা ও উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় পূর্বে বাস্তবায়িত সিবিএসিসি প্রকল্প এলাকার অর্ন্তভূক্ত ইউনিয়ন আইসিবিএ-এআর প্রকল্পে অর্ন্তভূক্ত করা যাবে। তবে, এ ক্ষেত্রে সিবিএসিসি প্রকল্প এলাকার অর্ন্তভূক্ত গ্রাম ও উপকারভোগীদের অর্ন্তভূক্ত করা যাবে না।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের ২০১৭ সালের অগ্রগতি ও ২০১৮ সালের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা

- ২০১৭ সালে ২৪৮০ জন উপকার ভোগী নির্বাচন, প্রশিক্ষন প্রদান ও প্রদর্শনী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উপকারভোগীর ৪৩% নারী।
- ২০১৭ সালে সকল উপকারভোগীর বেইজলাইন ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে নোয়াখালীতে ৯ হেক্টর ও ভোলাতে ৭ হেক্টর থ্রি এফ মডেলের ডিস-ডাইক খনন সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০১৭ সালে ২০১৮ সালে বনায়নের জন্য ১০টি নার্সারীতে ১১ প্রজাতির মোট ২ লক্ষ ১৫ হাজার চারা উত্তোলন করা হয়েছে।
- ২০১৭ সালের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ৭টি উপজেলার জন্য সিপিপি নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণে উপকরণ ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জানান, উপকরণ বিতরণের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয় সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় ও সময়ের অভাবে তা সম্ভব হয়নি।
- ২০১৮ সালের জন্য ২৮ হেক্টর থ্রি এফ মডেল বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেয়া হয়েছে।
- ২০১৮ সালের জন্য মিশ্র প্রজাতির ম্যানগ্রোভ পুনঃবনায়নের জন্য ২০০ হেক্টর উপযোগী জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত বনায়নের জন্য ১০টি নার্সারীতে ১১ প্রজাতির মোট ২ লক্ষ ১৫ হাজার চারা উত্তোলন করা হয়েছে।

- ২০১৮ সালের জন্য লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে কৃষি বিভাগ থেকে ৮৪০, মৎস্য বিভাগ থেকে ৯৬০, প্রাণি সম্পদ বিভাগ থেকে ৮৪০ জন উপকারভোগী নির্বাচনের কাজ চলছে।
- ২০১৮ সালের জন্য লক্ষ্যমাত্রা অনুসাওে ভোলার চরফ্যাশন ও মনপুরা উপজেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ২০টি স্লুইসগেইট মেরামত ও ৪.৩কি.মি. খাল খননের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।
- মে ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ের অগ্রগতি ৮৭%।

এর পরে সভাপতি মহোদয়ের সদয় সম্মতিতে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা করা হয় এবং আলোচনা অনুযায়ী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

আলোচনার বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসমূহ	সিদ্ধান্ত
কিল্লা নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ ও নলকূপ সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণঃ কিল্লা নির্মাণের জন্য সাইক্লোন শেল্টারের কাছাকাছি জমি পাওয়া কঠিন। অথচ সাইক্লোন শেল্টারের কাছাকাছি না হলে কিল্লা কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে না। এছাড়াও কিল্লা সম্পর্কিত পূর্বের অভিজ্ঞতা ও ফলাফল তেমন ভাল নয়। কমিউনিটি সেন্টারের জন্য যে বরাদ্দ আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তার পরেও যেখানে থ্রি-এফ মডেল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে সেখানে উপযোগী স্থান পাওয়া গেলে সু-নির্দিষ্ট বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক সহ-ব্যবস্থপনা কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।	• কিল্লা সম্পর্কিত পূর্বের অভিজ্ঞতা ও ফলাফল বিবেচনা করে এবং সাইক্লোন শেল্টারের কাছাকাছি জমি পাওয়া না গেলে কিল্লা নির্মাণ কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। • বাজেট পর্যাপ্ত না হওয়ায় থ্রি-এফ মডেল কেন্দ্রিক কয়েকটি কমিউনিটি সেন্টার সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। • শুধুমাত্র টিওবওয়েল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের প্রয়োজন নেই। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির দ্বারা সম্ভব হলে করা যেতে পারে বা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তা নিয়ে করা যেতে পারে।
স্থানীয় পর্যায়ে অ্যাডাপ্টেশন ওয়াচার নিয়োগ প্রসঙ্গেঃ উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও তদারকির জন্য মাত্র একজন করে স্টাফ তথা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্টেন্ট কর্মরত আছে। এছাড়া পিএসসি সভার সুপারিশের আলোকে ১টি অতিরিক্ত উপজেলা ভান্ডারিয়া অন্তর্ভূক্ত করায় এখনও ২টি উপজেলায় জনবল ঘাটতি রয়েছে। তবে সম্প্রতি ১জন কর্মী মনপুরায় যোগদান করবে। এর পরেও ১টি উপজেলায় কোন কর্মী থাকবে না। কিন্তু প্রতি বছর কাজের পরিমান ও প্রকল্পের উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে উপকারভোগীদের কার্যক্রম তদারকি ও প্রয়োজনী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা একজন স্টাফের জন্য ক্রমান্বয়ে কঠিন হয়ে দাড়াচ্ছে। তাই এ সকল কাজে সহযোগিতার জন্য প্রকল্প টিপিপিতে উল্লিখিত স্থানীয় অ্যাডাপ্টেশন ওয়াচার নিয়োগ করা গেলে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরো দ্রুত ও কার্যকরি হবে। অ্যাডাপ্টেশন ওয়াচারকে প্রশিক্ষণ দিয়ে হাঁস-মুরগীর ভেক্সিন কার্যক্রমও পরিচালনা করা যেতে পারে।	• অ্যাডাপ্টেশন ওয়াচার নিয়োগের ক্ষেত্রে টিওআর এ কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং এমন ওয়াচার নিতে হবে যারা এসএসসি পাশ এবং ভেক্সিনেশন ও অন্যান্য কার্যক্রম চালিয়ে নিতে পারে।
জেলা পর্যায়ে কর্মরত মাঠকর্মীদের উপজেলা পর্যায়ে স্থানান্তর/পদায়ন ও গুরুত্ব বিবেচনায় কর্মীদের স্থানান্তর প্রসঙ্গেঃ প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েটদের জেলা পর্যায়ে পদায়ন (posting) করা হয়েছে। কিন্তু জেলা পর্যায়ে	• কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েটদের (সিডিএ) উপজেলা পর্যায়ে স্থানান্তর করা হবে। • যেখানে একাধিক উপজেলা সেখানে

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য তেমন কোন কার্যক্রম নেই এবং অনেক উপজেলা জেলা শহর থেকে বিচ্ছিন্ন ও অনেক দুরে। কিছু কিছু জেলা থেকে উপজেলা শহরে পৌছাতে ৪-৫ ঘন্টা সময় ক্ষেপন হয়। অন্যদিকে প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ মূলত উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও তদারকির জন্য মাত্র একজন স্টাফ (কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্টেন্ট) রয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এমতাবস্থায় প্রকল্পের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েটদের উপজেলা পর্যায়ে পদায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, অনেক রিমোট উপজেলা রাংগাবালিতে কোন স্টাফ না থাকার কারণে প্রকল্প কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সে জন্য তুলনামূলকভাবে কাজের ভলিউম কম জেলা/উপজেলা থেকে ২জন কর্মকর্তাদের মধ্য হতে ১ জন কে সেই উপজেলায় পদায়ন করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, প্রকল্পের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দক্ষ কর্মীকে স্থানান্তর করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।	মধ্যবর্তী উপজেলাতে সিডিএদের স্থানান্তর করা হবে। • সিডিএদের অফিস হবে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বদলে উপজেলা পর্যায়ে রেঞ্জ অফিসারের কার্যালয়। • প্রকল্প কার্যক্রমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে যে কোন প্রকল্প কর্মকর্তাকে প্রকল্পের কল্যাণে বদলি/অন্য জেলায়/উপজেলায় পদায়ন করা হবে।
প্রকল্পের মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন ও টিপিপি সংশোধন থ্রি-এফ মডেলসহ আরো কিছু কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট সংগতিপূর্ণ নয়। ফলে কিছু কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কাংখিত লক্ষ্য মাত্রা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে এই অসংগতি দূর করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে প্রকল্পের মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন এ বছরের শেষের দিকে সম্পন্নপূর্বক মূল্যায়নের সুপারিশসহ টিপিপি সংশোধন করা হলে ভাল হবে।	• টিপিপি সংশোধনের প্রক্রিয়া এখনই শুরু করতে হবে। • প্রকল্প দলিল/টিপিপিতে অনেক কার্যক্রমের বাজেটের সীমাবদ্ধতাসহ অন্যান্য কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার বিষয়টি মূল্যায়ন টিমকে উপস্থাপনপূর্বক মূল্যায়ন টিমের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করে টিপিপি সংশোধন ত্বরান্বিত করতে হবে।
টিপিপি ও প্রকল্প দলিলে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কাল সমন্বয়করণ প্রসঙ্গেঃ অনেক বিলম্বে টিপিপি অনুমোদিত হওয়ায় টিপিপিতে প্রকল্পের মেয়াদকাল উল্লেখ করা হয়েছে জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০ পর্যন্ত এবং প্রকল্পের মূল দলিলে মেয়াদকাল হচ্ছে জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৯ পর্যন্ত। টিপিপিতে উল্লিখিত এই সময়কাল প্রকল্প দলিলেও সমন্বয়ের প্রয়োজন এবং সে জন্য ইউএনডিপি দাতা সংস্থাকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করতে পারে।	• টিপিপির সংশোধিত সময়কাল অনুযায়ী প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত সময় কালও পরিবর্তিত হয়ে জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০ হবে। ইউএনডিপি এ বিষয়ে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাকে সিপিপি কার্যক্রমের আওতায় অর্ন্তভূক্তকরণ প্রসঙ্গেঃ প্রকল্প দলিলে প্রকল্প এলাকার সকল উপজেলায় সিপিপি কে প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তা প্রদানের কথা থাকলেও প্রকল্পভূক্ত কিছু উপজেলায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে সিপিপি প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তা পেয়েছে। অন্যদিকে প্রকল্প এলাকার পার্শ্ববর্তী পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলা একটি অত্যন্ত দূর্যোগ বিপদাপন্ন উপজেলা হলেও তাতে সিপিপি-র যথেষ্ট উপকরণ ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া ভান্ডারিয়ায় সিপিপির কোন নেটওয়ার্ক নেই। সেখানে নেটওয়ার্ক করতে হলে অফিস ও	• মূল দলিলে কলাপাড়া কর্ম এলাকা হিসেবে উল্লেখ না থাকায় এই কমিটি উক্ত উপজেলাটি অনুমোদন দিতে পারবে না। • ভবিষ্যতে প্রকল্প দলিলের বাইরে কাজ করা যাবে না। করতে হলে যে প্রক্রিয়ায় তা করা যাবে সে প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই করতে হবে। • ট্রেনিংসমূহ সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী হতে হবে ও ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে।

জনবল নিয়োগে দীর্ঘ সময় ও ব্যাপক অর্থের প্রয়োজন। তাই সিপিপি-র সদর দপ্তর প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে কলাপাড়া উপজেলার সিপিপি ইউনিটসমূহকে কিছু উপকরণ সহায়তা প্রদানের সুপারিশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।	• সিপিপি ম্যানুয়াল তৈরিতে প্রকল্পের বিষয়গুলো বেশি গুরুত্বারোপ করতে হবে ও সিপিপির মূল ম্যানুয়ালে প্রকল্পের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
বাজেট ও উপযোগী জায়গার স্বল্পতার কারণে কিছু কিছু কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন সম্ভব না হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেমন-থ্রি-এফ মডেল, কিল্লা, এনজিও কার্যক্রমের বাজেট স্বল্পতা ইত্যাদি)। • বাজেট ও উপযোগী জায়গার স্বল্পতার কারণে থ্রি এফ মডেলের ১০০ হেক্টর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে বন নির্ভরশীল দরিদ্র পরিবারে অবব্যহত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় যেসব পুকুর আছে তাতে থ্রি এফ মডেলের কার্যক্রমগুলো স্বল্প খরচে পরিচালনার জন্য টিপিপি সংশোধনের সময় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। • ডকুমেন্ট অনুসারে সাইক্লোন শেল্টারের সন্নিকটে কিল্লার জন্য উপযোগী জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। • সভায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাজেট স্বল্পতার কারণে এনজিও নিয়োগ ঠিক হবে কিনা তা ভাবতে হবে।	• সাইক্লোন শেল্টারের সন্নিকটে উপযোগী জায়গা পাওয়া না গেলে কিল্লা নির্মাণ কার্যক্রমটি বাদ দিয়ে ওই টাকা থ্রি-এফ মডেল/এনজিও কিংবা অন্য কার্যক্রমে ব্যবহার করা যেতে পারে। • এছাড়া পরীক্ষামূলকভাবে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি/এনজিওর মাধ্যমে যেসব গরিব মানুষদের অপরিকল্পিত পুকুর আছে সেসব পুকুরেও স্বল্প খরচে থ্রি এফ মডেলের কম্পোনেন্ট টিপিপি সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। • এনজিও নিয়োগের পূর্বে টিওআর-এ এনজিওর কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট হতে হবে। এনজিও কর্তৃক কী ধরণের ইনোভশন করা হবে তাও পূর্বেই নিশ্চিত করতে হবে।
থ্রিএফ মডেলের ঘেরাবেড়ার বাজেট নির্ণয় ও প্রদানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রকল্পের বন অধিদপ্তর অংগের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে হরিণ ও উদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্য মডেলের চার পাশে ঘেরা-বেড়া দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু এ খাতে পৃথকভাবে প্রকল্প দলিলে কান বাজেট নেই। অনেকটা থোক বরাদ্দ হিসাবে এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের বাজেট রয়েছে।	• প্রকল্প দলিলে পৃথকভাবে এ খাতে বাজেট না থাকায় ঘেরাবেড়ার জন্য বাজেট বরাদ্দ দেয়া সম্ভব নয়। উপকাভোগীরা কমিউনিটি কন্ট্রিবিউ শনের মাধ্যমে ঘেরাবেড়া প্রদান করবে।
প্রকল্পে এনজিও'র মাধ্যমে ১০০-১৫০জন সদস্য নিয়ে ৪০টি FRPG গঠনের বিষয়ে অস্পষ্ঠতা প্রকল্প দলিলে ১০০-১৫০জন সদস্য নিয়ে ৪০টি FRPG গঠনের বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনা নেই। এ ক্ষেত্রে বননির্ভরশীল থ্রি-এফ মডেলের সদস্যসহ, প্রকল্পের বন নির্ভর অন্যান্য উপকারভোগী ও সিপিপি সদস্যদের অগ্রাধিকার প্রদান করা যেতে পারে।	বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় থ্রি-এফ মডেলের সদস্যসহ, প্রকল্পের বন নির্ভর অন্যান্য উপকারভোগী ও সিপিপি সদস্যরা **FRPG** এর সদস্য করা যেতে পারে।
প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম বনজ-ফলজ-মৎস (Forest-Fruit-Fish: FFF) মডেলের নামকরন Forest-Fruit-Fish-Vegetable: FFFV করা। এই মডেলের নামকরণ বনজ-ফলজ-মৎস (Forest-Fruit-Fish: FFF) হলেও উক্ত মডেলে বনজ ও ফলজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন ধরণের সব্জি উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং এর আর্থিক মূল্য অন্য সব কম্পোন্টে এর চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই ICBAAR প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীর অধিক সমৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করে তা করা হচ্ছে। কাজেই মডেলের সঠিক নামকরণ যৌক্তিক ও যথার্থ হওয়া প্রয়োজন।	• মডেলের সঠিক নামকরণের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা বিচবচনা করে Forest-Fruit-Fish-Vegetable: FFFV (থ্রি-এফভি) হওয়া বাঞ্চনীয়।
বিবিধ	• প্রয়োজনীয়তা নিরিখে ইউএনডিপির

- বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় ইউএনডিপির AWP সংশোধন।	AWP যে কোন সময় পরিবর্তন ও সংশোধন করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও সভায় নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- ভান্ডারিয়াতে বনায়ন কার্যক্রম না থাকায় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অডিটেও প্রাথমিকভাবে আপত্তি দেয়া হয়েছিল। তদুপরি যেহেতু উপকারভোগী নেয়া হয়েছে সেহেতু আপতত কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হবে।
- মিশ্র প্রজাতির বাগান সৃজনের শেষ বছরের লক্ষ্যমাত্রা পূর্বের দু' বছরের সাথে সমন্বয় করতে হবে।
- পরীবিক্ষণ ফাইন্ডিংসের আলোকে কৃষি বিভাগের ঘাটতিসমূহ পূরণ করা হয়েছে। মনপুরায় কৃষি অফিসার না থাকায় কৃষি কার্যক্রম ২০১৮তে বাদ দেয়া হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বছরের শুরুতে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এছাড়াও সরকারী নিয়মানুযায়ী এখন থেকে জুলাই-জুন অর্থবছরের আলোকে পরিকল্পনা করে জুলাই-আগষ্ট মাসে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে অর্থছাড়ের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।
- প্রাণি সম্পদ বিভাগের উপজেলা পর্যায়ে ভেক্সিন সংরক্ষনের কোনো ফ্রিজ না থাকায় বড় বাচ্চা ভেক্সিন সহকারে দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংগ উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণকৃত হাঁস/কবুতর/তার্কির মৃত্যুহার কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- প্রাণি সম্পদ বিভাগের তিনটি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার মতো জনবল/কর্মী নেই। তাই সচিব মহেদয় বরাবরে উক্ত উপজেলাগুলোতে প্রকল্প কার্যক্রম জোরদারের জন্য স্টাফ নিয়োগের আবেদন করা হয়েছে। জাতীয় প্রকল্প পরিচালকও এ বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিভাগকে চিঠি লিখবেন যাতে অন্তত একজন করে স্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- প্রকল্পের পরামর্শক কর্তৃক উপস্থাপিত উপকূলীয় বনায়ন থেকে সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে Benefit-sharing Mechanism সম্পর্কিত প্রণয়নকৃত উপস্থাপনা পরবর্তীতে পৃথক সভা আয়োজনের মাধ্যমে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও প্রকল্প দলিল অনুসারে এ সম্পর্কিত একটি Technical Working Group গঠনের বিষয়ে পিএসসি সভায় আলোচনাপূর্বক গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় আর কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী)
অতিরিক্ত সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, ICBA-AR প্রকল্প

পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

Project Implementation Committee
Integrating Community-Based Adaptation into Afforestation and Reforestation Programmes in Bangladesh

Venue: Conference Room, MoEF; Date: 27 May 2018, 10.00am

Participants List

SL	Name and designation	Office Address	Cell	Email	Signature
01	Mohammad Jamin Chowdhury	NPD & Additional Secretary. MOEF	01711191688		[signature]
02	Shamshur Rahman Khan Deputy Secretary	M/O Environment and Forests	01552327637	Shamshu_1971 @yahoo.com	[signature]
03	Gobinda Roy CF & PD	Coastal Circle, Barisal	0171868893X	gobinda_dcf@yahoo.com	[signature]
04	Asigul Haque Senior Asstt director	DOF, Barisal Division. Barisal	01712580825	asigul.haque69@yahoo.com	[signature]
05	SHAINUR ALAM KHAN DD & PD	DD, DAE, BARGUNA	01712164776	dddaebarguna@gmail.com	[signature]
06	DR. MD. SAIDUR RAHMAN AD & PD	Livestock Medicine Store, 48 Kasi-Ala-uddin Road, DLS, DHAKA	01711443239	drsaidurlri@gmail.com	[signature]

SL	Name and Designation	Office Address	Cell	Email	Signature
07	Abdul Latif [illegible]	DoF	01713063372	[illegible]@gmail.com	[signature]
08	Dr. Ruma Hossain R.O	BFD	01711442325	rumafd@gmail.com	[signature]
09	DIPANWITA SAHA Senior Asstt. Chief	MOEF	4540260		[signature]
10	Ruhul Mohaiman Ch	Consultant	01726892305	ruhulforester@gmail.com	[signature]
11	Kabir Hossain	ICBA-AR	01752698847	kabir.hossain@undp.org	[signature]
12	Addoyte mondal	MOEF	01716693313		[signature]
13	Nurjaharara yeasmin	MOEF	01621262231		[signature] 27.05.18
14	ডেঃ: [illegible]		01938646230		[signature] 29/05/2018

SL	Name and Designation	Office Address	Cell	Email	Signature
15	Sujan	MOEF	01738-067527	sujansarkar468@gmail.com	[signature] 27.5.18
16	Shahin	MOEF	01571796586	Shahin.wbde@gmail.com.	[signature] 27.5.18
17	L. Laskar	MOEF	01711079301		[signature]
18	Hakim	MOEF	01715415584		হাকিম
19	Salim	MOEF			Salim.
20	Bahadur Hossain	ICBA-AR UNDP	01818603406		[signature]

SL	Name and Designation	Office Address	Cell	Email	Signature
21	Abdullah Ahmad M&E Officer	Forest Dept.	01818784899	abdullah.ahmad@undp.org	[signature]
22	Mohammad Muzzammel Hoque Project Manager	ICBA-AR	01818982832	muzammel.hoque@undp.org	
23	Md Razibul Alam Project Assistant	ICBA-AR	01722228858	razibul.alam@undp.org	[signature]
24					
25					
26					